বাঘ আসার আগেই ফের হরিণ ছাড়া হবে বক্সায়

আলিপুরদুয়ার, ১৩ মার্চ ঃ ডুয়ার্সের বক্সা ব্যাঘ্র প্রকল্পের জঙ্গলে ছাড়ার জন্য বাইরে থেকে আনা হল আরও ১০৫টি হরিণ। রাজাভাতখাওয়া জঙ্গলে একটি এনক্লোজারে ওই সব হরিণদের রাখা হয়েছে। একমাস পর্যবেক্ষণে রাখার পর সেগুলি ধীরে ধীরে জঙ্গলে ছাড়া হবে। নতুন করে রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার ছাড়ার আগেই এই জঙ্গলে পশুদের খাদ্যশৃঙ্খল যাতে অক্ষুণ্ণ থাকে সেটা নিশ্চিত করতেই উপযুক্ত পরিবেশ গড়ে তোলা হচ্ছে। বক্সা ব্যাঘ্র প্রকল্পের ডিএফডি (ওয়েস্ট) কল্যাণ রাই জানান, 'আরও ১০৫টি চিতল হরিণ বর্ধমান থেকে রাজাভাতখাওয়াতে আনা হয়েছে। ইতিমধ্যেই বক্সার জঙ্গলে ২৩০টি হরিণ ছাড়া হয়েছে। সবমিলে ৩৩৫টি হরিণ ছাড়া হবে। এমনিতেই এখানে প্রচুর তৃণভোজী প্রাণীর অস্তিত্ব রয়েছে। তা সত্ত্বেও বাঘ ছাড়ার আগে তৃণভোজী প্রাণীদের সংখ্যা বৃদ্ধি করা হচ্ছে।' বক্সা ব্যাঘ্র প্রকল্পের জঙ্গলে নতুন করে রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার ছাড়তে উদ্যোগী হয়েছে বন দপ্তর। ন্যাশনাল টাইগার কনজারভেশন অথরিটির তরফে ভিনরাজ্য থেকে বাঘ আনার ক্ষেত্রে সবুজ সংকেত মিলেছে। বাঘ ছাড়ার সঠিক পরিবেশ আছে কিনা সেটাই দেখা হচ্ছে বন দপ্তরের তরফ থেকে। বক্সা ব্যাঘ্র প্রকল্প ৭৬০ বর্গকিমি এলাকা নিয়ে গঠিত। এর মধ্যে তৃণভোজীদের জন্য প্রায় ৫০০ হেক্টর ঘাসজমি তৈরি আছে। প্রতি বছর প্রায় ১০০ হেক্টর ঘাসজমি তৈরি করা হচ্ছে। এছাড়া বেশকিছু অংশে চারাগাছের জঙ্গল তৈরির পরিকল্পনাও রয়েছে। যদিও তৃণভোজীদের জন্য ঘাসবন বৃদ্ধির দাবি করেছেন পরিবেশপ্রেমীরা। ডিএফডি কল্যাণ রাইয়ের পালটা দাবি, 'তৃণভোজীদের জন্য খাবারের সংকট এখানে নেই। প্রতি বছর জঙ্গলের নীচু জমিতে ঘাসবন তৈরি হচ্ছে। বাঘ ছাড়ার আগেই খাদ্যশৃঙ্খল ঠিক রাখার জন্য প্রস্তুতি নেওয়া হচ্ছে।'

২০১৪ সালে শেষবার বাঘশুমারি হয়েছিল। তখন উত্তরবঙ্গে মাত্র তিনটি বাঘের সন্ধান মিলেছিল। কিন্তু বক্সার জঙ্গলে আদৌ বাঘ আছে কিনা, তা নিয়ে একাধিক প্রশ্ন রয়েছে। সেটা মেনে নিয়েছেন বন দপ্তরের কর্তারাও। বক্সা ব্যাঘ্র প্রকল্পের ঐতিহ্য ফিরিয়ে আনার জন্য তৎপর হয়েছে বন দপ্তর। ভিনরাজ্য থেকে বাঘ আনতে উদ্যোগী হয়েছে। তার আগে জঙ্গলের খাদ্যশৃঙ্খল পরিবেশ ফেরাতে বিভিন্ন উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে। নেচার ক্লাবের সদস্য অমল দত্ত জানান, 'এইসব হরিণ অনেক সময় জঙ্গলের বাইরে বেরিয়ে যায়। অতীতে বহু হরিণ জঙ্গল থেকে লোকালয়ে বেরিয়ে এসেছে। সেটা আটকাতে জঙ্গলে প্রয়োজনীয় ঘাসবন তৈরির ব্যবস্থা করতে হবে। পশুদের পরিষ্কার জলাশয়ের ব্যবস্থাও রাখতে হবে। বাঘ ও তৃণভোজীদের জন্য উপযুক্ত পরিবেশ গড়ে তুলতে হবে।'

নিঃশুল্ক প্রাণী চিকিৎসা শিবির

নকশালবাড়ি, ১৩ মার্চ ঃ এসএসবির দার্জিলিং এরিয়া অর্গানাইজারের উদ্যোগে নকশালবাড়ি মাল্লাবাড়িতে নিঃশুল্ক প্রাণী চিকিৎসা শিবির অনুষ্ঠিত হয়। শিবিরে সীমান্তবর্তী এলাকার গ্রামবাসীরা তাঁদের গবাদি পশুর চিকিৎসা ও স্বাস্থ্য পরীক্ষা করান। শিবিরে উপস্থিত ছিলেন এসএসবির শিলিগুড়ি ফ্রন্টিয়ারের প্রাণী চিকিৎসক এস কে মণ্ডল। এসএসবির সাব-এরিয়া অর্গানাইজার এস কে সিনহা জানান, শিবিরে ৫৮৫টি গবাদি পশুর চিকিৎসা ও বিনামূল্যে ওষুধ দেওয়া হয়েছে।

আল-আমীন মিশন
❖ একাদশ শ্রেণিতে (বাংলা মাধ্যম) ভর্তির Online Form Fill-up চলছে। মুসলিম আবাসিক ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য। ❖ শেষ তারিখ: ১৮ মার্চ ২০১৮ ❖ প্রবেশিকা পরীক্ষা: ২৫ মার্চ ২০১৮, রবিবার।
ENGLISH MEDIUM (Boys & Girls)
For class XI Science (Muslim minorities)
● Last date: 30.03.2018 ● Admission Test : 08.04.2018
■ 2nd phase Admission Test for classes V to IX: 18.03.18
For Online Form Fill-up: www.alameenmission.org
Regd. Office: Khalatpur, Howrah, Ph: 96799 99682, 74790 20066

পঞ্চানন বর্মায় দায়িত্ব নিলেন স্থায়ী উপাচার্য

কোচবিহার, ১৩ মার্চ ঃ কোচবিহার পঞ্চানন বর্মা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থায়ী উপাচার্য হিসেবে দায়িত্ব নিলেন দেবকুমার মুখোপাধ্যায়। সম্প্রতি বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্যের দপ্তর থেকে এ ব্যাপারে একটি বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়। ওই বিজ্ঞপ্তিতে উপাচার্য হিসাবে দেবকুমারবাবুকে চার বছরের জন্য নিয়োগ করার বিষয়টি উল্লেখ করা হয়েছে। স্থায়ী উপাচার্যের নিয়োগ সংক্রান্ত চিঠি পৌঁছাতেই বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক-অশিক্ষক কর্মীরা খুশি হয়েছিলেন। মঙ্গলবার উপাচার্য দেবকুমারবাবুকে ফুল দিয়ে স্বাগত জানান বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ও অশিক্ষক কর্মচারীরা। তিনি ২০১৭ সালের ৯ জুন থেকে এই বিশ্ববিদ্যালয়েই অস্থায়ী উপাচার্য হিসাবে কাজ করছিলেন।

কোচবিহার পঞ্চানন বর্মা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম অস্থায়ী উপাচার্য ছিলেন ইন্দ্রজিৎ রায়। এরপর অস্থায়ী উপাচার্য হিসেবে দায়িত্ব নেন শুভ্রাংশুশেখর চট্টোপাধ্যায়। শুভ্রাংশুশেখরবাবুর

নতুন স্থায়ী উপাচার্য। – সংবাদচিত্র

পর স্থায়ী উপাচার্য হিসাবে কাজ করেছিলেন শ্যামল রায়। কাজের মেয়াদ শেষ হওয়ার অনেক আগেই তিনি বিশ্ববিদ্যালয় ছেড়ে চলে যান। এরপর অস্থায়ী উপাচার্য হিসাবে দায়িত্ব নেন দেবকুমারবাবু। স্থায়ী উপাচার্য বাছাইয়ের জন্য চলতি বছরের ফেব্রুয়ারি মাসে সার্চ কমিটি গঠিত হয়। সেই কমিটি বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থায়ী উপাচার্যের জন্য নাম জমা দেয়। সেই মোতাবেক আচার্যের দপ্তর স্থায়ী উপাচার্য নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি জারি করে। এদিন স্থায়ী উপাচার্য পদে যোগ দেওয়ার পর দেবকুমারবাবু বলেন, 'এই বিশ্ববিদ্যালয়ে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় স্বপ্নের প্রকল্প। স্থায়ীভাবে নিযুক্ত হওয়ায় বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নতির জন্য দীর্ঘ মেয়াদি পরিকল্পনা করতে পারব। সকলকে এক সঙ্গে নিয়ে কাজ করে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের সার্বিক উন্নতি করার চেষ্টা করব।'

এদিন বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার আবদুল কাদের সাফেলি, পরীক্ষাসমূহের নিয়ামক হাদিদা ইয়াসমিন সহ বিশ্ববিদ্যালয়ের আধিকারিক, শিক্ষক ও অশিক্ষক কর্মচারীরা স্থায়ী উপাচার্যকে শুভেচ্ছা জানান। ওয়েবকুপার বিশ্ববিদ্যালয় শাখার আহ্বায়ক সাবলু বর্মন বলেন, 'স্থায়ী উপাচার্যকে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় শাখার পক্ষ থেকে শুভেচ্ছা জানাই। আশা করছি উপাচার্যের নেতৃত্বে বিশ্ববিদ্যালয়ের সার্বিক উন্নতি হবে।' বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার আবদুল কাদের সাফেলি বলেন, 'স্থায়ী উপাচার্য হিসাবে দায়িত্ব নিয়েছেন দেবকুমার মুখোপাধ্যায়। এতে আমরা সবাই উচ্ছ্বসিত। উপাচার্যের নেতৃত্বে ব্যাপক উন্নয়নের কাজ চলছে। আমরা আশাবাদী, তাঁর কার্যকালে আরও এগিয়ে যাবে এই বিশ্ববিদ্যালয়।' বিশ্ববিদ্যালয় নিয়োগ কমিটির সদস্য আবদুল জলিল আহমেদও স্থায়ী উপাচার্যকে অভিনন্দন জানিয়েছেন।

চিকিৎসা চলছে চিতাবাঘের প্রজনন কেন্দ্রে গেল শকুন

লাটাগুড়ি, ১৩ মার্চ ঃ চিকিৎসায় অনেকটাই সুস্থ তারঘেরার জঙ্গলে গাড়ির ধাক্কায় আহত চিতাবাঘের শাবকটি। বন দপ্তরের লাটাগুড়ি প্রকৃতি পর্যবেক্ষণ কেন্দ্রে অভিজ্ঞ বন্যপ্রাণী চিকিৎসকদের তত্ত্বাবধানে চিকিৎসা চলছে শাবকটির। দ্রুত সেটি সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠবে বলে আশা বনকর্তাদের। পাশাপাশি, এদিনই একটি শকুনকে লাটাগুড়ি প্রকৃতি পর্যবেক্ষণ কেন্দ্রে চিকিৎসার পর নিয়ে যাওয়া হয় রাজাভাতখাওয়ার শকুন প্রজনন কেন্দ্রে।

উদ্ধার করা শকুন। – সংবাদচিত্র

সোমবার তারঘেরার জঙ্গলে ওদলাবাড়ি-ক্রান্তি রাজ্য সড়কে গাড়ির ধাক্কায় গুরুতর আহত হয় স্ত্রী চিতাশাবকটি। শাবকটিকে উদ্ধার করে আনা হয় লাটাগুড়ি প্রকৃতি পর্যবেক্ষণ কেন্দ্রে। সে সময় শাবকটির অবস্থা যথেষ্টই আশঙ্কাজনক ছিল। বন দপ্তরের তরফে অভিজ্ঞ পশু চিকিৎসক দিয়ে শুরু হয় শাবকটির চিকিৎসা। বর্তমানে চিকিৎসায় অনেকটাই সুস্থ শাবকটি।

অপরদিকে, গত শনিবার লাটাগুড়ি প্রকৃতি পর্যবেক্ষণ কেন্দ্রে মালবাজারে কৃষি ফার্ম থেকে একটি অসুস্থ শকুন উদ্ধার করে এনেছিল বনকর্মীরা। চিকিৎসার পর এদিন সেই শকুনটিকে রাজাভাতখাওয়ায় পাঠানো হয় বন দপ্তরের তরফে। গরুমারা বন্যপ্রাণী বিভাগের এডিএফও রাজু সরকার জানান, শাবকটি বর্তমানে অনেকটাই সুস্থ। পুরোপুরি সুস্থ হলে সেটিকে গরুমারার জঙ্গলে ছেড়ে দেওয়া হবে।

পুড়ে মৃত্যু একই পরিবারের তিনজনের

হবিবপুর, ১৩ মার্চ ঃ শাশুড়ি-পুত্রবধূর নিত্যদিনের ঝগড়ার জেরে মৃত্যু হল তিনজনের। অভিযোগ ঝগড়ার কারণে শিশুসন্তানের গায়ে আগুন দিয়ে আত্মঘাতী হন মা। এই রেশ কাটতে না কাটতেই একইভাবে আত্মঘাতী হন শাশুড়িও। এমনই অভিযোগ ঘিরে মঙ্গলবার তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে হবিবপুর থানার অন্তর্গত ঋষিপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের কৃষ্ণনগর গ্রামে। মৃতরা হলেন নিরুপা দাস (২৪) ও আড়াই বছরের শিশুসন্তান অর্ণব দাস। এছাড়াও মৃত্যু হয় শাশুড়ি শ্রীমতী দাসের (৭০)।

গ্রামবাসীদের কথায় প্রথমে গৃহবধূ নিরুপা দাস তাঁর আড়াই বছরের শিশুসন্তান অর্ণবকে নিয়ে বন্ধ ঘরে গায়ে আগুন দেন। সেই সময় ওই গৃহবধূর স্বামী শংকর বাড়িতে ছিলেন না। পাড়া প্রতিবেশীদের সব চেষ্টার পরেও মৃত্যু হয় দুজনের। ঘটনার প্রায় আধ ঘণ্টা বাদে হঠাৎই ঘরে ঢুকে গায়ে আগুন দেন ওই গৃহবধূর শাশুড়ি শ্রীমতী দাস। প্রতিবেশীদের সব চেষ্টা বিফল করে মৃত্যু হয় তাঁরও। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় হবিবপুর থানার পুলিশ। স্থানীয় মানুষ পুলিশকে জানান, শাশুড়ি ও পুত্রবধূর নিত্যদিনই ঝগড়া ঝামেলা লেগেই থাকত। সম্ভবত এদিনও ঝগড়া বিবাদের জেরেই এই আত্মহত্যার ঘটনা।

হবিবপুর ব্লকের কৃষ্ণনগর বুড়িতলা গ্রামের বাসিন্দা শংকর দাস পেশায় ফেরিওয়ালা। এদিন তিনি বাড়ি ফিরে স্ত্রী, সন্তান ও মায়ের মৃত্যু দেখে ভেঙে পড়েন। পুলিশ জানিয়েছে, মৃতদেহ ৩টি ময়নাতদন্তে পাঠানোর ব্যবস্থা হয়েছে। অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা রুজু হয়েছে। প্রাথমিকভাবে আগুন লাগিয়ে আত্মহত্যার ঘটনা বলেই জানা গেছে। ঘটনার বিস্তারিত তদন্ত চলছে।

প্রশিক্ষণ শিবির

রায়গঞ্জ, ১৩ মার্চ ঃ ভেষজ উদ্ভিদ চাষে আগ্রহী স্বনির্ভর গোষ্ঠীর সদস্যাদের নিয়ে ২ দিনের প্রশিক্ষণ শিবিরের আয়োজন করা হল রায়গঞ্জে। নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশনের ভেষজ উদ্ভিদ গবেষণা ও সম্প্রসারণ বিভাগের আয়োজনে এই প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়। মঙ্গলবার কর্ণজোড়ায় জেলাপরিষদ ক্যাম্পাসে আনন্দধারা প্রশিক্ষণ ভবনে এই শিবিরের সূচনা করেন জেলা গ্রামোন্নয়ন প্রকল্প নির্দেশক সব্যসাচী রায়। উপস্থিত ছিলেন রামকৃষ্ণ মিশনের বিজ্ঞান পরামর্শদাতা ড. সলিলকুমার গুপ্ত এবং প্রশিক্ষণ কো-অর্ডিনেটর বিজ্ঞানী পি মাইতি।